No Doc : Info 02

Moral Parenting (নৈতিক অভিভাবকত্ব)

ফতোয়াটি দিয়েছেন-
শাইখ মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্ তারীফ
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মদিনা
বর্তমানে, পি.এইচ.ডি গবেষক, কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব।

<u>প্রশ্ন: যাকাতের টাকা মোরাল প্যারেন্টিং এ দেওয়া যাবে কি না?</u>

<u>উত্তরঃ</u>
আলহামদু লিল্লাহ!

মোরাল প্যারেন্টিং এর কন্সেপ্ট একটি ভাল উদ্যোগ। যাকাত বণ্টনের ৮ টি খাতের মধ্যে প্রধান দুটি খাত গরীব-মিসকীন। তাই এ যাকাতকে যদি জ্ঞান অর্জনের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করণ হিসেবে গরীব ছাত্রদেরকে বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয় এতে করে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। সেটা দ্বীনী জ্ঞান হোক কিংবা দুনিয়াবী কল্যাণকর কোন জ্ঞান হোক।

মোরাল প্যারেন্টিং যে কন্সেপ্ট নিয়ে কাজ করে সেটা যাকাতের মূল উদ্দেশ্যের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই যাকাতের টাকা মোরাল প্যারেন্টিং এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়ার উপযুক্ত স্থান। তবে নিম্নোক্ত শর্ত গুলো পালন করতে হবেঃ

১) **যাকাতের টাকায় কোন নন-মুসলিম ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া যাবে না।** যাকাত থেকে কেবল মুসলিম ছাত্রদেরকে বৃত্তি দেয়া এটি শরিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শর্ত। যেহেতু অমুসলিমকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই।

২) **স্টুডেন্ট যে পরিমান বৃত্তি পাবে সেই পরিমান টাকার যাকাত হিসাব করতে হবে**; বাকি টাকা (ট্র্যান্সফার চার্জ, ভলেন্টিয়ার সম্মানী, এডমিন খরচ) আলাদা হিসাবে ধরতে হবে।

দ্বিতীয় শর্তের ক্ষেত্রে পরামর্শ হল যাকাতের অর্থ আলাদা ফান্ডে রাখতে হবে; যাতে করে যাকাতের অর্থের সাথে অন্য সাধারণ দানের অর্থ মিশে না যায়। এতে করে যাকাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষুদ্রতম সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হবে।

৩) **স্টুডেন্টের জন্য এক বছরের টাকা একবারে (মালিকানা ছেড়ে) মোরাল প্যারেন্টিং ফান্ডে জমা দিতে হবে।** স্টুডেন্টকে দুই মাস পর পর বৃত্তি দেওয়া যাবে।

৩ নং শর্তের ব্যাপারে বিস্তারিত পরামর্শ হল: যাকাত বণ্টনে বিলম্ব করা যাবে না। যাকাত প্রদানকারী এ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ হস্তান্তর করার অর্থ এ নয় যে, যাকাত আদায় হয়ে গেছে; বরং এ প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যাকাত বণ্টনের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে। তাই এ প্রতিষ্ঠানকে

যথাসময়ে যাকাত তার প্রাপককে হস্তান্তর করা নিশ্চিত করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান যদি যাকাত প্রদানকারীদেরকে তাদের যাকাতের অর্থ অগ্রিম এ প্রতিষ্ঠানকে দেয়ার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করতে সক্ষম হয় তাহলে বছরপূর্ণ হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে যাকাত ছাত্রদের মাঝে বণ্টন করে দিতে পারে। তবে, সবিশেষ কোন কল্যাণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সীমিত সময়ের জন্য বণ্টনে বিলম্ব হলে সেটাকে আলেমগণ জায়েয মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন।
ইসলাম কিউএ ওয়েবসাইটের ৪৫১৮৫ নং ফতোয়াতে বলা হয়েছে: It is not permissible to delay giving zakaah, unless there is a greater interest to be served, but the delay should be brief and should be for a reason such as there being no one who deserves it or the money is not available to be paid as zakaah, or to wait for some relative and the like.

বিস্তারিত দেখুন: https://islamqa.info/en/answers/45185/

এর আলোকে যদি উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান দুই মাস পর পর বৃত্তি বণ্টন করতে গিয়ে কিছু বিলম্ব হয়ে যায় সেটা জায়েয হবে। তবে, সেটা যেন এক বছরের অধিক সময় না হয়। উল্লেখিত ফতোয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে: If there is a need to give the zakaah to the poor in installments, there is nothing wrong with that, but that is subject to the condition that the zakaah should have been paid in advance, i.e., the one who paid it must have paid it before the year was over, in which case it there is nothing wrong with paying it in installments, so long as it is not given any later than the end of the year.

৪) **স্টুডেন্ট যদি মোরাল প্যারেন্টিং এর শর্ত ভংগ করে তাহলে তার বৃত্তি বাতিল করে সেই টাকা অন্য স্টুডেন্টকে দেওয়া যাবে** (পূর্বেই সেটা স্টুডেন্টকে জানাতে হবে), তবে যেটা অলরেড়ি দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে তাকে কোন জবাবদিহি করা যাবে না।

৪ নং শর্তের সাথেও শরিয়ার কোন সঙ্গতি দেখছি না। যেহেতু যাকাত প্রদানকারী কিংবা তার প্রতিনিধি তার পছন্দমত যে কাউকে যাকাতের অর্থ প্রদান করতে পারেন। যে অর্থ অলরেডি ছাত্রকে প্রদান করা হয়েছে সে অর্থের জন্য তাকে জবাবদিহির আওতায় না আনা শরিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেহেতু যাকাতের অর্থ এর প্রাপককে মালিক বানিয়ে দিতে হয়। এর জন্য পরবর্তীতে তাকে জবাবদিহির আওতায় আনার কোন সুযোগ নেই।